গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদস্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

এবং

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২০-৩০ জুন ২০২১

সূচিপত্র

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র	৩
উপক্রমণিকা	৫
সেকশন ১ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি	৬
সেকশন ২ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৭
সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১৩
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা	১৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রপ্রতিক অর্জন : সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বৎসর) প্রধান অর্জনসমূহ-

মুক্তিযুদ্ধের লালিত স্বপ্নকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অর্জনগুলো বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাদুঘর পরিচালিত আউটরিচ কর্মসূচির আওতায় গত ০৩ বছরে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ এলাকার ২৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮৫৫৭০ জন শিক্ষার্থী এবং ১২৫১৫৪ জন দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেছে। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দ্বারা গত ৩ বছরে ২৪টি জেলার ১৯৮ টি উপজেলার ৬৯৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩,৭৩,৬৯০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মানবাধিকার, শান্তি ও সম্প্রীতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেছে। প্রতিবছর ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জাদুঘর পরিদর্শণকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'মুক্তির উৎসব' নামে একটি বিশাল উৎসব আয়োজন করে। এতে গত তিন বছর ৩৬ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে দেশ গড়ার শপথে উদ্বুদ্ধ হয়। জাদুঘর গত তিন বছরে ৬৮টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করেছে। গত তিন বছরে গণহত্যা ও ন্যায় বিচার বিষয়ক ৩টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এ সময় একটি মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া গত তিন বছরে ৩টি উইন্টার স্কুল এবং ৩টি সার্টিফিকেট কোর্স-এরও আয়োজন করা হয়েছে। গত তিন বছরে বঙ্গবন্ধুর উপরে ৩টি, হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে ৩টি এবং রোহিঙ্গা বিষয়ে ৩টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের ১৫,৮৫৬টি মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহ করেছে। গত ৩ বছরে জাদুঘর ৯টি জেলা ও ১টি বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন করেছে। এ সময়ে জাদুঘর ৭টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে এবং ৬টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মাঠ পর্যায় থেকে প্রদর্শনীর ব্যাপক চাহিদা মিটানো ও ২টি ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর দ্বারা সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি পালন করা প্রধান চ্যালেঞ্জ। করোনাকালের অভিজ্ঞতা থেকে অনলাইন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নও একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষৎ পরিকল্পনা :

ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ডকুমেন্টসমূহের ডিজিটালাইজেশন করা, আইটি উন্নয়ন করা, মুক্তিযুদ্ধের আর্কাইভ স্থাপন করা, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর মাধ্যমে গণহত্যা ও ন্যায় বিচার বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ। মোবাইলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, গণহত্যা ও ন্যায়বিচার বিষয়ক কর্মশালা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রদর্শনী, মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ডকুফিল্ম নির্মাণ, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কশপের অনলাইন ভিত্তিক আয়োজন।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ৩৬০০০ জন দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।
- ৩৬০০০ জন দর্শনার্থী জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রদর্শনকরণ।
- ১৬০০০০ জন নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টরি ফিল্ম ও ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনীর আয়োজন।
- ১০০০০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে মুক্তির উৎসব আয়োজন।
- নেটওয়ার্ক শিক্ষক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ৪টি জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন।
- ৪টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।
- ২টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হবে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর ঘিরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রদর্শনীর আয়োজন।

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব এর মধ্যে ..... .সালের ..... মাসের ..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন-১

১.১ রূপকল্প (Vision) :

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

এই জাদুঘর বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ এবং ধর্ম, জাতিসত্তা ও সার্বভৌমত্বের নামে নৃশংসতার শিকার সকল মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আদর্শিক ভিত্তিসমূহ অর্জনের জন্য দেশবাসীর ত্যাগ ও বীরত্বের ঘটনাবলি হৃদয়ঙ্গম করতে উৎসাহিত করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই ইতিহাসের আলোকে চলমান সামাজিক সমস্যা ও মানবাধিকারের বিষয়-বিবেচনায় সচেষ্ট রয়েছে।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ

২. বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় জাগরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।

২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।

৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন।

৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।

২. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।

৩.নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনীর আয়োজন।

৪. নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসব আয়োজন।

৫. জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন।

৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।

৭. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ।

৮. ডকুফিল্ম নির্মাণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন।

৯. মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা।

১০. গণহত্যা ও ন্যায়বিচার বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা।

১১. অনলাইন ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রদর্শনী করা।

১২. মোবাইলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১ মিনিটের অনলাইন ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কর্মশালার আয়োজন করা।

১৩. নতুন প্রজন্মের গবেষকদের ফেলোশিপ প্রদান করা।

১৪. মিউজিক ফেস্ট আয়োজন করা।

সেকশন ২

দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance Indicator)	একক (Unit)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র (Source of Data)
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০		২০২১-২২	২০২২-২৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনায় নতুন প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ	উদ্বুদ্ধকৃত নতুন প্রজন্ম	সংখ্যা	৪,১৩,৭৪৪	২,৮২,৭৮৮	২,০৮,০০০	৩,১০,০০০	৩,৩১,০০০	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন	কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

সেকশন -৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্ম সম্পাদন সূচক এবং লক্ষমাত্রা

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কার্যসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performanc Indicators)	প্রকৃত অর্জন*		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-21)					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিচে		
							২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ	৩০	[১.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/স্মারক চিহ্ন জদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ	[১.১.১] জাদুঘর দর্শনার্থী	সমষ্টি	সংখ্যা	১০.০০	৫৫০৪২	৪২০৯৯	২৫০০০	২২৫০০	২০০০০	১৭৫০০	১৫০০০	৩৭০০০	৩৮০০০
			[১.১.২] নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	সমষ্টি	সংখ্যা	১০.০০	০২	০২	০২	১	০	০	০	০২	০২
		[১.২] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ	[২.১.১] জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শিত ব্যক্তি	সমষ্টি	সংখ্যা	১০.০০	৫৫৪৩০	৩৬৮১৮	২৫০০০	২২৫০০	২০০০০	১৭৫০০	১৫০০০	৩৭০০০	৩৮০০০
[২] বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় জাগরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালী করণ।	৪৫	[২.১] নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও অন্যান্য দর্শকের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রদর্শনী।	[২.১.১] প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী শিক্ষার্থী	সমষ্টি	সংখ্যা	১০.০০	২০০৬২২	১৩৪৭৬৯	১০০০০০	৯০০০০	৮০০০০	৭০০০০	৬০০০০	১৫০০০০	১৬০০০০
			[২.১.২] ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনী শিক্ষার্থী	সমষ্টি	সংখ্যা	১০.০০	২০০৬২২	১৩৪৭৬৯	১০০০০০	৯০০০০	৮০০০০	৭০০০০	৬০০০০	১৫০০০০	১৬০০০০
		[২.২] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসব আয়োজন	[২.২.১] শগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	সমষ্টি	সংখ্যা	১০.০০	১২৫০০	১৩২৫০	৮০০০	৭২০০	৬৪০০	৫৬০০	৪৮০০	১০০০০	১১০০০
		[২.৩] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন	[২.৩.১] অংশগ্রহণকারী	সমষ্টি	সংখ্যা	৫.০০	৪	৩	৪	৩	২	১	০	৪	৪
		[২.৪] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন	[২.৪.১] অংশগ্রহণকারী	সমষ্টি	সংখ্যা	৫.০০	৪	৪	৪	৩	২	১	০	৪	৪
		[২.৫] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনলাইনভিত্তিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ/প্রদর্শনীর আয়োজন	[২.৫.১] অংশগ্রহণকারী	সমষ্টি	সংখ্যা	৫.০০	০	০	২	১	০	০	০	২	২

- এই অর্থবছরে বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জাদুঘর বন্ধ রয়েছে। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর কর্মসূচিও স্থগিত আছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রা গত অর্থবছরের তুলনায় কমিয়ে ধরতে হয়েছে।

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কার্যসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্নায়ক ২০২০-২০২১				
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
[১] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	১০	[১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			[১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০
			[১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		[১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিজিটাল সেবা চালু করা	[১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	১৫.০২.২১	১৫.০৩.২১	৩১.০৩.২১	৩০.০৪.২১	৩০.০৫.২১
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	১১.০৩.২১	১৮.০৩.২১	২৪.০৩.২১	০১.০৪.২১	০৮.০৪.২১
		[১.৪] সেবা সহজিকরণ	[১.৪.১] ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারিকৃত	তারিখ	০.৫	১৫.১০.২০	২০.১০.২০	২৪.১০.২০	২৮.১০.২০	৩১.১০.২০
			[১.৪.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	০.৫	১৫.০৪.২১	৩০.০৪.২১	১৫.০৫.২১	৩০.০৫.২১	১৫.০৬.২১
		[১.৫] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[১.৫.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০		
			[১.৬.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০		
		[১.৬] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[১.৬.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	%	০.৫	৮০	৭০	৬০	৫০	
			[১.৬.২] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	০.৫	৮০	৭০	৬০	৫০	
		[১.৭] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	[১.৭.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	
		[১.৮] তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ	[১.৮.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০		
[২] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৮	[২.১]বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[২.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘণ্টা	১	৬০				
			[২.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪				
			[২.১.৩] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০		
			[২.১.৪] দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন	তারিখ	০.৫	৩১.০১.২১	০৭.০২.২১	১০.০২.২১	১১.০২.২১	১৪.০২.২১

			প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত							
		[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[২.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	
			[২.২.২] ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫.১০.২০	১৫.১১.২০	১৫.১২.২০	১৫.০১.২১	৩১.০১.২১
		[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[২.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	৭০	
			[২.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	১২	১১	১০	৯	
		[২.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[২.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[২.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	২		
			[২.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১.১২.২০	১৫.১.২১	৭.২.২১	১৭.২.২১	২৮.২.২১
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৭	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	০.৫	১৬.৮.২০	২০.৮.২০	২৪.৮.২০	২৮.৮.২০	৩০.৮.২০
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩			
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৪.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			[৩.৪.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		[৩.৪] স্থাবর অস্থঅবর সম্পত্তি হালনাদাগ তালিকা প্রস্তুত করা	[৩.৪.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাদাগকৃত	তারিখ	০.৫	৩.২.২১	১১.২.২১	১৮.২.২১	২৫.২.২১	৪.৩.২১
			[৩.৪.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাদাগকৃত	তারিখ	০.৫	৩.২.২১	১১.২.২১	১৮.২.২১	২৫.২.২১	৪.৩.২১
		[৩.৫] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধ	[৩.৫.১] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধ	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৫.২] টেলিফোন বিল পরিশোধ	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৫.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০

আমি সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসেবে ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি সদস্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সচিব-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত :

সদস্য সচিব
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

২৭/৭/২০২০
তারিখ

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

29-9-2020
তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নং	শব্দসংক্ষেপণ (Acronyms)	বিবরণ
১	মুবিম	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২	সকম	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩	জামুকা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
৪	বামুকট্রা	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
৫	মুজা	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
৬	জেপ্র	জেলা প্রশাসক
৭	উজেপ্র	উপজেলা প্রশাসন
৮	বামুস	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
৯	টিবিডি	টু বি ডেভেলপড
১০	এমটিবিএফ	মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (মিডেল টার্ম বাজেটারি ফ্রেম ওয়ার্ক)

সংযোজনী-২ :

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক সমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকার দরপত্র সংস্থা	প্রদত্ত প্রমাণক	প্রমাণকের উপাত্ত সূত্র
১	[১.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ	[১.১.১] জাদুঘর দর্শনার্থী	মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ৩ বৎসরে প্রায় ১৩০৩৫৯ দর্শনার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৬০০০ জন দর্শনার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	টিকেট	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
		[১.১.২]নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে এ পর্যন্ত ১১টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে। এবং জনসাধারণকে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আরো ২টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	এক্সেশন রেজিস্টার বহি	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
২	[১.২] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ	২.১ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শিত ব্যক্তি	১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মিরপুর পাম্প হাউসে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত হয়। উক্তস্থানটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ' হিসেবে সংরক্ষণ করেছে। জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিত করা হয়। গত ৩ বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার দর্শনার্থী উক্ত স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করেছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৬০০০ জন দর্শনার্থী জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	জল্লাদখানার পরিদর্শন রেজিস্ট্রার	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
৩	[২.১] নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও অন্যান্য দর্শকের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রদর্শনী।	[৩.১] প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী শিক্ষার্থী	বিগত ৩ বৎসরে দেশব্যাপী ৬৯৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬০০০০ জন শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লিখিত তালিকা	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
		[৩.২] ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী শিক্ষার্থী	বিগত ৩ বৎসরে দেশব্যাপী ৬৯৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬০০০০ জন শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লিখিত তালিকা	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

৪	[২.২] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসব আয়োজন	[৪.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ঢাকা মহানগরীর স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এবং জাদুঘর পরিদর্শনকারীদের নিয়ে প্রতি বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে মুক্তির উৎসব আয়োজন করা হয়। মুক্তির উৎসবে দেশের বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব ও বরেণ্য ব্যক্তিগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের দেশ গড়ার শপথে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ৩ বৎসরে ৩টি মুক্তির উৎসবের আয়োজন করেছে। এতে প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। ২০২০-২১ অর্থ বৎসরে ১০০০০ জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে মুক্তির উৎসবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	দাওয়াত পত্রের কুপনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
৫	[২.৩] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন	[৫.১] অংশগ্রহণকারী	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে যে সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় জাদুঘর প্রদর্শনী করা হয়েছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক নির্বাচন করা হয়। উক্ত নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের নিয়ে প্রতি তিন মাস পর পর শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের কর্মসূচির বিষয় ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে অবহিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সমুন্নত রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিগত ৩ বছরে ৮টি নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মেলন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪টি শিক্ষক সম্মেলন সম্মেলন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	রেজিস্টার বহির মাধ্যমে	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
৬	[২.৪] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন	[৬.১] অংশগ্রহণকারী	মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা ও ন্যায়বিচার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ৩ অর্থবছরে ২০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	রেজিস্ট্রেশন	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সংযোজনী-৩ :

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থার নিকট প্রত্যাশিত সুর্নিদিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	বিভিন্ন জাতীয় ও অন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ সফলভাবে উদযাপন	বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ব্যাহত হবে
মন্ত্রণালয়	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী শিক্ষার্থী	বিভিন্ন জাতীয় ও অন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ সফলভাবে উদযাপন	বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ব্যাহত হবে
মন্ত্রণালয়	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	বিভিন্ন জাতীয় ও অন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ সফলভাবে উদযাপন	বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ব্যাহত হবে
মন্ত্রণালয়	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনী শিক্ষার্থী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রদর্শনী চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান	নতুন প্রজন্মকে/শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অবহিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ	নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিতকরণ ব্যাহত হবে
মন্ত্রণালয়	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনী শিক্ষার্থী	ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে নিরাপত্তা বিধান	প্রদর্শনীকালীন নিরাপত্তা প্রয়োজন	নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে